ভাই বোনদের সাথে উত্তম আচরণ

12-July-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَكُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حُبًّا لِيْ وَشَوْقًا اِلَيَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَغْفِرَ لَهٗ ذُنُوْبَهٗ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَذٰلِكَ الْيَوْمَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি দিন ও রাতে আমার প্রতি আগ্রহ ও ভালবাসার কারণে তিন বার করে দরূদ শরীফ পাঠ করলো, তবে **আল্লাহ তায়ালা**র বদান্যতার দায়িত্ব হলো যে, তিনি তার সেই দিনের এবং সেই রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

(মু'জামুল কবীর, ১৮তম খন্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৯২৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَی الله! ,اُذْکُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার কোটি কোটি দয়া এবং অসংখ্য কৃতজ্ঞতা যে, আমরা মুসলমান এবং **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে সুন্দরভাবে জীবন অতিবাহিত করার জন্য দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী ও তাছাড়াও অসংখ্য এরূপ আমল সম্পর্কে পথনির্দেশনা দিয়েছেন, যার উপর আমল করে আমরা আমাদের ইহকালিন এবং পরকালিন জীবনকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করতে পারি। এই আমলগুলোর মধ্যে একটি উত্তম আমল হলো "**উত্তম আচরণ**", যা **আল্লাহ তায়ালা**র পছন্দনীয় আমলগুলোর মধ্যে একটি আমল। উত্তম আচরণের অধিক হকদার হলো নিকটাত্মীয় অর্থাৎ পিতামাতা, ভাইবোন ইত্যাদি। আজকের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আমরা ভাই-বোনদের সাথে উত্তম আচরণের ফযীলত ও বরকত সম্পর্কে বয়ান শ্রবণ করবো, আসুন! এসম্পর্কে খুবই সুন্দর ঘটনা শ্রবন করি।

হাসানাঈন করীমাঈনের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কোন মুসলমানের জন্য এই বিষয়টি জায়িয নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিনদিন তিনরাতের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখে। তাদের মধ্যে যে কথাবার্তা বলাতে অগ্রগামি হবে, সে জান্নাতের দিকে যাওয়াতেও অগ্রগামি

হবে। হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমার নিকট এই কথাটি পৌঁছেছে যে, হাসনাঈন করীমাঈনের মাঝে কোন বিষয়ে মনোমালিন্য হয়ে গেলো। আমি ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং আরয করলাম: লোকেরা আপনাকে অনুসরন (Follow) করে এবং আপনারা একে অপরের সাথে সম্পর্কে ছিন্ন অর্থাৎ কথাবার্তা বন্ধ রেখেছেন। আপনি এখনই ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট যান এবং তাকে রাজি করান কেননা আপনি তাঁর ছোট, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: যদি আমি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে না শুনতাম যে, যখন দুজন ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তাদের মধ্যে কথাবার্তা বলার জন্য যে প্রথমে অগ্রসর হবে, সে প্রথমে জান্নাতে যাবে, আমি সাক্ষাৎ করতে অবশ্যই অগ্রগামী হতাম কিন্তু আমি এই বিষয়টি পছন্দ করিনা যে, আমি তাঁর পূর্বে জান্নাতে চলে যাব।

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: এরপর আমি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দরবারে উপস্থিত হলাম এবং তাকে সমস্ত ঘটনাটি বললাম, ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন যে, ইমাম হোসাইন যে কথা বলেছে তা সঠিক। অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইমাম হোসাইনের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং উভয় ভাইয়ের মাঝে পরস্পর মীমাংসা হয়ে গেলো।

(যুখাইরুল উকবা, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানা গেলো, হাসানাঈন করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا পরস্পর একে অপরকে কতইনা ভালবাসতেন, এমনকি নেক কাজেও এই আকাঙ্ক্ষা করতেন যে, আমার ভাই আমার পিছে যেনো রয়ে না যায় এবং এটাও জানা গেলো, কোন মুসলমানের জন্য জায়িয নয় যে, সে তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিনদিন তিনরাতের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখে। কিন্তু আফসোস! আজকাল সামান্য কথায় ভাই বোনেরা পরস্পর একে অপরের সাথে অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, একে অপরের মুখ দেখাও পছন্দ করেনা, সামান্য তর্কবিতর্ক বংশের পর বংশকে আলাদা করে দেয়, অনেক সময় এই বিবাদ বাড়তে বাড়তে হত্যাকান্ড পর্যন্ত পৌঁছে যায়, অথচ যে তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে অযথা সম্পর্ক ছিন্ন করে হাদীসে মুবারাকায় তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির বর্ণনা করা হয়েছে।

মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সোম ও বৃহস্পতিবার **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট মানুষের আমল উপস্থাপন করা হয়, তখন **আল্লাহ তায়ালা** পরস্পর বিদ্বেষ পোষনকারী এবং সম্পর্ক ছিন্নকারীদের ছাড়া সবার মাগফিরাত করে দেন। (মু'জামুল কবীর, ১ম খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪০৯)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং-৬৫৬০, ১০৬২ পৃষ্ঠা)

বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারাকা থেকে ঐ লোকদের শিক্ষা গ্রহন করা উচিৎ, যারা সামান্য বিষয়েই নিজের বোন, মেয়ে, ফুফি, খালা, ভাতিজা, ভাগিনা ইত্যাদিদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়, যদি আমাদের কারো কোন আত্মীয় বা নিজের ভাই বোনের সাথে কোন মনোমালিন্য হয়ে যায় তবে তাদের রাজি করিয়ে নিন, যদিওবা তাদের ভূল হোকনা কেন, আপোষ করার জন্য নিজ থেকেই উদ্যোগী হোন এবং স্বয়ং অগ্রগামি হয়ে প্রশান্ত মনে সাক্ষাৎ করে সম্পর্ক পূনর্গঠন করে নিন। যদি ক্ষমা চাওয়াতে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হোকনা কেন, **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা চাওয়াতে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে নেয়া উচিৎ, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ الله অর্থাৎ যে **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য বিনয় অবলম্বন করে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৮১৪০) সুতরাং সর্বদা নিজের ভাইবোন, আত্মীয় স্বজনদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখুন, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতে থাকুন, কেননা এতে উপকারীতাই উপকারীতা।

বড় ভাইয়ের সম্মান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় ধর্ম ইসলাম আমাদেরকে বড়দের সম্মান শিখিয়ে তাঁদের মাথায় সম্মান ও মহত্বের মুকুট সাজিয়েছেন, আমাদের বড়দের মধ্যে বড় ভাইয়ের স্থান ও মর্যাদাও সম্মানের উপযুক্ত। বড় ভাইয়ের অন্তরে **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকে ছোট ভাইবোনের জন্য পিতার ন্যায় স্নেহ ও মায়া মমতা স্থাপন করা হয়। বড়ভাই পিতার বর্তমানে তো ছোটদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তাদের চাহিদা

পূরণ করেন এবং যদি পিতার মমতার ছায়া উঠে যায় অর্থাৎ পিতার ইন্তিকালের পরও নিজের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেন, বড় ভাইয়ের এত অনুগ্রহ এই বিষয়ের দাবী রাখে যে, আমরাও যেন তাদের আদব করি, তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করে তাঁদের উপযুক্ত মর্যাদা দিই, পিতার অবর্তমানে তাঁদেরকে নিজের পিতার মর্যাদা দিই, তাঁদেরকে নিজের অভিভাবক মনে করি, তাঁদের গীবত, চুগলি এবং তাঁদের সম্পর্কে কুধারণা করা থেকে বেঁচে থাকি। যথাসম্ভব তাঁদের জায়িয আকাঙ্ক্ষা এবং আদেশ পালন করি, সর্বদা তাঁদের সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখি এবং যদি কখনো দ্বন্ধ হয়েও যায় তবে স্বয়ং আগে গিয়ে বড় ভাই থেকে ক্ষমা চেয়ে নিই আর তাঁকে সন্তুষ্ট করতে যেভাবেই সম্ভব চেষ্টা করি।

বড় ভাইয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করো

হযরত সায়িদুনা জাবির বিন হাযিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার মাথা আমার হাতে, এর তাবীর (ব্যাখ্যা) জানার জন্য আমি আমার এই স্বপ্ন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ইমাম ইবনে সীরীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে শুনালাম (যিনি স্বপ্নের তাবীর করাতে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন), তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার পিতা মাতার মধ্যে কি কেউ বেঁচে আছেন? আমি বললাম: নাই। তখন তিনি বললেন: তোমার কোন বড় ভাই আছে? আমি বললাম: জি হ্যাঁ। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: তাঁর ব্যাপারে **আল্লাহ তায়ালাকে** ভয় করতে থাকো, তাঁর সাথে সদাচরণ করো এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বিরত থেকো।

(শুয়াবুল ঈমান, ৬/২১০, হাদীস নং-৭৯২৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বড় ভাইয়েরও এই মানসিকতা বানানো উচিৎ নয় যে, ছোটরাই আমাকে সম্মান করবে, আমি যতই কড়া ভাষায় কথা বলিনা কেন। মনে রাখবেন! ইসলাম সকলেরই হক ও আদব বর্ণনা করেছে, যেমনিভাবে ছোটদের আদেশ দেয়া হয়েছে যে, নিজের বড়দের আদব করো, তেমনি বড়দেরও আদেশ দিয়েছে যে, তারাও যেন ছোটদের সাথে স্নেহ ও মমতা সূলভ আচরণ করে। এপ্রসঙ্গে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি:

ইরশাদ হচ্ছে: لَيْسَ مِنَّامَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَاوَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَاوَيَعْرِفْ لَنَا حَقَّنَا অর্থাৎ যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না, আমাদের বড়দের সম্মান করে না এবং মুসলমানদের হক জানে না, সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।

(আল মু'জামুল কবীর, ১১/৩৫৫, হাদীস নং-১২২৭৬)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে ইরশাদ করেন: বড়দের সম্মান করো, ছোটদের প্রতি দয়া করো, আমি এবং তুমি কিয়ামতে এভাবে আসবো। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের আঙ্গুল সমূহ একত্র করলেন। **(আল মাতলাবুল আলীয়া, কিতাবুর রিকাক, ৭/৫৭০, হাদীস নং-৩১৪৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে ছোট ভাইবোনের সাথে দয়া করা, বড়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান করার আদেশ দিয়েছেন, কিন্তু আফসোস যে, বর্তমানে যেমনিভাবে আমরা নেক কাজ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, তেমনিভাবে ভাইবোনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাদের চাহিদা পূরণ করা, তাদের সুখ দুঃখে কাজে আসা, তাদের প্রয়োজনাদীর প্রতি লক্ষ্য রাখার বিষয়টিও দূর হয়ে যাচ্ছে, বরং অনেক এমন দূর্ভাগাও রয়েছে, যারা পিতামাতার ইন্তিকালের পরপরই ভাইবোন থেকে দূর হয়ে যায় এবং কয়েক মাস পর্যন্ত তাদের ভালমন্দ জিজ্ঞাসাও করেনা, বর্তমানে বিশেষকরে বোনদের সাথে যে আচরণ করা হয়, তা কারো নিকট গোপন নয়, اَلْاَمَانُ وَالْحَفِيْظ। আসুন! বোনের সাথে সম্পর্ক না রাখা এবং তাদের হক সমূহের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা ব্যক্তির শিক্ষনীয় ঘটনা শুনি এবং **খোদাভীতিতে** কেঁপে উঠি।

বারহুত নামক কূপ!

বর্ণিত আছে, এক ধনী ব্যক্তি হজ্ব করার ইচ্ছা পোষন করলে আরেকজন ধনী ব্যক্তির নিকট আরাফাত থেকে ফিরে আসার পর পর্যন্ত আমানত হিসেবে এক হাজার (১০০০) দীনার গচ্ছিত রাখলো, যখন সে ফিরে এলো তখন ঐ ব্যক্তি মারা গিয়েছিলো, সে তার গচ্ছিত দীনার সম্পর্কে তার সন্তানদের জিজ্ঞাসা করলো, কিন্তু তারা এসম্পর্কে কিছুই জানেনা, সুতরাং সে মক্কায়ে মকাররমার ওলামায়ে কিরাম থেকে এই মাসআলার সমাধান চাইলেন, তখন তারা বললেন: যখন রাত গভীর হবে

তখন যমযম কূপের নিকট এসে এতে দেখবে অতঃপর সেই মৃত ব্যক্তির নাম ধরে ডাকবে, যদি সে কল্যাণের উপযুক্ত হয়, তবে প্রথমবার ডাকাতে সে উত্তর দেবে। সুতরাং সে গেলো এবং এতে ডাক দিলো কিন্তু কেউ উত্তর দিলো না, সে ওলামায়ে কিরামকে আবারো এসে বললো, তখন তারা اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ পাঠ করলো এবং বললো: আমাদের ভয় হচ্ছে যে, তোমার বন্ধু জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত, এবার তুমি ইয়ামেন যাও, সেখানে একটি বারহূত নামক কূপ রয়েছে, বর্ণিত আছে, সেটি জাহান্নামের মুখের উপর, সেখানে রাতের বেলা গিয়ে দেখো এবং ডাক দাও: হে অমুক! সে তোমার ডাকে সাড়া দিবে। সুতরাং সে ইয়ামেন গেলো এবং গিয়ে সেই কূপ সম্পর্কে মানুষদের জিজ্ঞাসা করলো তখন তাকে তা দেখিয়ে দেয়া হলো, অতঃপর রাতের বেলা সে সেখানে গিয়ে ডাক দিলো: হে অমুক! ব্যস তার বন্ধু তার ডাকে সাড়া দিলে তাকে জিজ্ঞাসা করলো: আমার দীনার কোথায়? সে উত্তর দিলো: আমি আমার ঘরের অমুক স্থানে পুঁতে রেখেছি এবং আমার সন্তানদেরও বলিনি, তাদের নিকট যাও এবং সেখানে গর্ত খুঁড়লেই তোমার সম্পদ পাবে, অতঃপর জিজ্ঞাসা করলো: কি কারণে তুমি এখানে এলে, অথচ তোমার সম্পর্কে ভাল ধারণা ছিলো? সে উত্তর দিলো: "আমার একটি গরীব বোন ছিলো, আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম এবং তার সাথে সুসম্পর্ক রাখিনি, এই কারণেই **আল্লাহ তায়ালা** আমাকে এই শাস্তি দিয়েছেন আর আমাকে এই স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। (তাম্বিহুল গাফিলিন, ৭২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনার শুনলেন তো! বর্ণনাকৃত ঘটনায় বোনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং সুসম্পর্ক বজায় না রাখার কারণে কঠোর আযাবে লিপ্ত করে দেয়া হলো, কেননা সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং- ৬৫২০, ১০২৬ পৃষ্ঠা) মনে রাখবেন! একটি মজবুত ও হাসিখুশি পরিবারের স্থায়িত্বের জন্য উত্তম আচরণ খুবই প্রয়োজন। এর উত্তম পদ্ধতি হলো যে, পিতামাতা বাল্যকাল থেকেই সন্তানের লালন পালনে সামান্যতমও যেনো অবহেলা না করে এবং উত্তম আচরণ, মিশুকতা এবং পরস্পর মায়া মমতা ও ভালবাসা সম্পর্কে তাদের মাদানী প্রশিক্ষণের এমন ব্যবস্থা করুন, যেন সকলেই এই

সন্তানের প্রশংসা করে যে, কতইনা চরিত্রবান সন্তান, প্রত্যেকের সাথে আগ বেড়ে সালাম ও করমর্দন করে, মুচকি হেসে কথা বলে, প্রত্যেক কাজের জন্য আনন্দচিত্তে প্রস্তুত থাকে। মনে রাখবেন! সন্তান তার পিতামাতার প্রশিক্ষণ এবং পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে, যদি পিতামাতা তার ভাইবোন এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে মেলামেশা না রাখে, তাদের সাথে উত্তম আচরণ না করে, নিজের ভাইবোনের বাড়িতে অনেকদিন যাবত না যায় তবে এই সন্তানরাও পরস্পর আপন ভাইবোনের সাথে একতার সহিত থাকে না। সুতরাং পিতামাতর উচিৎ, নিজের ভাইবোন এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে উত্তম আচরণ করা, তাদের আনন্দ বেদনায় অংশগ্রহন করা, যেনো তাদের সন্তানরাও পিতামাতাকে দেখে দেখে আপন ভাইবোনদের সাথে মিলেমিশে থাকে এবং অনুরূপভাবে একটি হাসিখুশি পরিবারে অনৈক্য ও ঝগড়া বিবাদের সুযোগ সৃষ্টি হবেনা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা তাদের ভাইবোনের সাথে উত্তম আচরণ করতেন, অন্তরে তাদের জন্য নম্রতা ও ভালবাসা পোষন করতেন, তাদের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখতেন এবং যদি কেউ এই ভালবাসায় চিড় ধরানোর চেষ্টা করে তবে তারা এই শয়তানি আক্রমনকে বিফল করে দিতেন এবং তাকে এমন উত্তর দিতেন যে, সে হতাশ হয়ে ফিরে যেতো।

চুগলখোর নিশ্চুপ হয়ে গেলো!

আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর ছোট ভাই মাওলানা মুহাম্মদ রযা খানকে খুবই ভালবাসতেন, একবার মাওলানা মুহাম্মদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার স্ত্রীর জন্য স্বর্ণের বালা বানালেন, কোন এক চুগলখোর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে এই আলোচনা করলো, তখন ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুবই সুন্দরভাবে উত্তর দিতে গিয়ে বললেন: যদি (আমার ভাই) মাওলানা মুহাম্মদ রযা এই বালা নিজের টাকা দিয়ে বানায় তবে আমি আনন্দিত যে, **আল্লাহ তায়ালা** আমার ভাইকে

এমন সম্পদ দিয়েছেন এবং যদি সে আমার টাকা দিয়ে বানায় তবে আমি এতেও খুশি যে, আমার ভাই আমার সম্পদকে নিজের সম্পদ মনে করে। এই উত্তর শুনে চুগলখোর ব্যর্থ হলো এবং হতাশ হয়ে চলে গেলো।

(আ'লা হযরত কে পছন্দিদা ওয়াকিয়াত, ৩৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনায় যেমনিভাবে সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ভাইয়ের প্রতি ভালবাসার ধরন জানা গেলো, তেমনি এটাও জানা গেলো, অন্য কারো কথায় নিজের ভাই বোনের সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কুধারণা করা, তাদের সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করা, তাদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করা, তাদের দোষক্রটিকে লোক সম্মূখে বর্ণনা করা খুবই খারাপ কাজ। কিন্তু আফসোস! আজকাল আমাদের কথাবার্তায় গীবত ও চুগলী অনেক বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে, যেখানে দু'জন মিলে তৃতীয় ব্যক্তির গীবত এবং চুগলীর ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায়। বন্ধুর আড্ডা হোক বা ধর্মীয় সমাবেশের পর জমায়েত, বিয়ের অনুষ্টান হোক বা শোকের, কারো সাথে সাক্ষাতে হোক বা ফোনে কথা বলার সময়, কয়েক মিনিটও যদি কারো সাথে কথা বলার সুযোগ হয়ে যায় এবং ধর্মীয় ব্যাপারে জ্ঞাত কোন সচেতন ব্যক্তি যদি সেই কথাবার্তা নিরিক্ষণ করেন তবে সম্ভবত অধিকাংশ সমাবেশে অন্যান্য গুনাহে ভরা বাক্যের পাশাপাশি কয়েক ডজন চুগলীও বের করে দিবেন। বর্তমান যুগে দুই ভাইয়ের মাঝে ঘৃণা ও বিবাদ থেকে শুরু করে পরিবারে ঝগড়া বিবাদ এবং হত্যাযজ্ঞের একটি বড় কারণ হলো চুগলখোরী, চুগলখোর হলো ভালবাসার চোর, চুগলখোর হলো জ্ঞানের শত্রু, চুগলখোর হলো ঘৃণা প্রসারের উপলক্ষ্য, চুগলখোর হলো ঝগড়া বিবাদ করানোর শয়তানি মেশিন, আসুন! চুগলখোরী সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবন করি:

★ ইরশাদ হচ্ছে: তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় ব্যক্তি ঐ চুগলখোর, যে দুই বন্ধুর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে এবং সৎচরিত্রবান লোকের দোষ খুঁজে বেড়ায়। **(মুজামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদব, ৮/৪৮, নম্বর-১৬৬৬৮)**

★ ইরশাদ হচ্ছে: গীবত ও চুগলী ঈমানকে এমনভাবে কেটে দেয়, যেমন করাত গাছকে কেটে দেয়। **(আত তারগিব ওয়াত তারহিব, কিতাবুল আদব, ৩/৪০৫, হাদীস নং-৪৩৬২)**

★ ইরশাদ হচ্ছে: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّات অর্থাৎ চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/১১৫, হাদীস নং-৬০৫৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো, চুগলখোরের কবরে আগুন প্রজ্জলিত করে দেয়া হবে, চুগলখোর **আল্লাহ তায়ালা** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়, চুগলখোরী ঈমান নষ্ট হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না, সুতরাং আমাদের উচিৎ, নিজেও কারো চুগলখোরী করবো না এবং একতরফা কথা শুনে অপরের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করবো না।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে চুগখোরীর আপদ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"হাবিল ও কাবিল" উভয়েরই হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সন্তান। বর্ণিত আছে, দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম হত্যাকারী হলো কাবিল এবং সর্বপ্রথম নিহত হলো হাবিল আর এই দু'জনের ঘটনাটি হলো, হযরত হাওয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর প্রতিবার প্রসবে একজন ছেলে ও একজন মেয়ে জন্ম হতো। আর এক প্রসবের ছেলের সাথে আরেক প্রসবের মেয়ের বিয়ে দেয়া হতো। এই পদ্ধতিতে হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কাবীলের বিবাহ **"লিউযা"** এর সাথে দিতে চাইলো, যে হাবিলের সাথে জন্মগ্রহন করেছিলো। কিন্তু কাবিল এতে রাজি হলোনা, কেননা আকলিমা বেশি সুন্দরী ছিলো, তাই সে তাকে চাইলো। হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাকে বুঝালো যে, আকলিমা তোমার সাথেই জন্ম গ্রহন করেছে। তাই সে তোমার বোন। তার সাথে তোমার বিবাহ হতে পারেনা। কিন্তু কাবিল নিজের একগুয়েঁমির উপর অটল রইলো। অবশেষে হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এই আদেশ দিলো যে, উভয়ে নিজ নিজ কোরবানী **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে পেশ করো। যার কোরবানী কবুল হবে, আকলিমার অধিকারী সেই হবে। সেই যুগে কোরবানি কবুল হওয়ার এই নিদর্শন ছিলো যে, আসমান থেকে একটি আগুনের খন্ড আসতো এবং যেই কোরবানি **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে কবুল হতো তা খেয়ে নিতো। সুতরাং কাবিল গমের কিছু শীষ

এবং হাবিল একটি ছাগল কোরবানির জন্য পেশ করলো। আসমানি আগুনের খন্ড হাবিলের কোরবানি খেয়ে নিলো এবং কাবিলের গমগুলো রয়ে গেলো। এর কারণে কাবিলের মনে হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হলো আর সে হাবিল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলো এবং সে হাবিলকে বলে দিলো যে, আমি তোমাকে হত্যা করবো। হযরত হাবিল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: কোরবানি কবুল করা **আল্লাহ তায়ালা**র কাজ এবং তিনি মুত্তাকী ও মুখলিছ বান্দাদের কোরবানিই কবুল করে থাকেন, যদি তুমি মুত্তাকী হতে তবে অবশ্যই তোমার কোরবানি কবুল হতো।

(আজায়িবুল কোরআন সম্বলিত গারায়িবুল কোরআন, ৮৫-৮৬ পৃষ্ঠা। সীরাতুল জিনান, ২/৪১৬, ২৭ নং আয়াতের পাদটিকা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাবিলকে দুনিয়ার ভালবাসা এবং হিংসা ও বিদ্বেষ আপন ভাইকে হত্যা করাতে উদ্বুদ্ধ করলো এবং সে তার ভাইকে হত্যা করে দিলো। আজও আমাদের সমাজে এক ভাই অপর ভাইয়ের কার্যক্ষমতা, উন্নত মেধাবিকাশ, অধিক সম্পদ, সম্মান ও প্রসিদ্ধি এবং উত্তম চাকরী দেখে হিংসা করে থাকে এবং এই হিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে নিজের ভাইয়ের ক্ষতি সাধন করার চেষ্টা করে থাকে এবং তার ভাইয়ের নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়ার দোয়া করতে থাকে। মনে রাখবেন! হিংসা করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلْحَسَدُ یَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ হিংসা নেকীকে এভাবে খেয়ে ফেলে, যেভাবে আগুন শুষ্ক কাঠকে খেয়ে নেয়। **(সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহুদ, বাবুল হাসদ, ৪/৪৭২, হাদীস নং-৪২১০)** অপর এক হাদীসে পাকে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখার পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: পরস্পর হিংসা করো না, নিজেরদের মধ্যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা রেখো না, একজনের অনুপস্থিতিতে আরেক জনের মন্দ দিক বর্ণনা করো না এবং হে **আল্লাহ**র বান্দা! ভাই ভাই হয়ে থেকো। **(বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/১১৭, হাদীস নং-৬০৬৬)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কোরআন, হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: কুধারণা, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি ঐসকল বিষয়, যার কারণে ভালবাসা ছিন্ন হয় এবং ইসলাম ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা চায়, সুতরাং এই দোষক্রটি ছাড়া যেনো ভাই ভাই হয়ে যেতো পারো। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৬০৮)** জানা

গেলো, হিংসা এতই মন্দ কাজ যে, এর কারণে শুধু আমাদের নেক আমল নষ্ট হয়না বরং মুসলমানদের মধ্যকার পরস্পর ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব নিঃশেষ হয়ে অন্তরে বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যায়। সুতরাং আজই হিংসার গুনাহ থেকে তাওবা করে নিন এবং নিজের ভাইবোনের সুখ দেখে জ্বলে পুঁড়ে যাওয়ার পরিবর্তে তাদের নেয়ামতে বৃদ্ধির জন্য **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে দোয়াও করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সন্তানদের সাথে একরকম আচরণ করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাইবোনের মাঝে ঐক্য বজায় রাখার জন্য পিতামাতার আচরণও গুরুত্ব বহন করে। পিতামাতার উচিৎ যে, তার সন্তানদের সাথে একরকম আচরণ করা, তাদের কোন কিছু দেয়া বা স্নেহ ও ভালবাসা পোষন করার ক্ষেত্রে সমতা অবলম্বন করুন। শরীয়তের বিনা অনুমতিতে কোন সন্তানকে অবহেলা করে অপর সন্তানকে প্রাধান্য দিবেন না, কেননা এতে করে শিশুদের কচি অন্তরে হিংসার ভিত্তি জমে যেতে পারে, যা তাদের মানসিক বৃদ্ধির জন্য খুবই ক্ষতিকর। পিতামাতার নির্দিষ্ট কোন একটি সন্তানের প্রতি এই আলাদা আচরণ দেখে অপর ভাইবোনরা হীনমন্যতার শিকার হয়ে অনেক সময় এমন পদক্ষেপ গ্রহন করে নেয়, যা তাদের এবং পিতামাতার জীবনের জন্য খুবই ক্ষতিকর হয়ে থাকে।

বাল্যকালেই প্রশিক্ষিত করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পিতামাতার উচিৎ, তাদের সন্তানদের উত্তম শিক্ষা দেয়া, বাল্যকালেই তাদেরকে পরস্পরের ভালবাসা, একে অপরের জান ও মাল, সম্মান ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তার মানসিকতা প্রদান করুন। কিন্তু আফসোস, পিতামাতার একটি অংশ এই অপেক্ষায় থাকে যে, এখনো তো শিশু, যা ইচ্ছা করুক, একটু বড় হলেই তবে তাদের চারিত্রিক শিক্ষা দিবো। এরূপ পিতামাতার উচিৎ, এই ঘটনাটি মনে রেখে আপন সন্তানের প্রক্ষিণের প্রতি ভরপুর ভাবে সজাগ থাকা, কেননা শিশুদের জীবনে প্রাথমিক বছরগুলো পরবর্তি বছরগুলোর জন্য অবকাটামোর ন্যায় হয়ে থাকে এবং মজবুত ভবনের শক্তিশালী অবকাটামো নির্মান করা হয়। সন্তান যা

কিছু তার বাল্যকালে শিখেছে তা সারা জীবন তার মনে গেঁথে থাকে, কেননা শিশুদের মস্তিষ্ক মোমের ন্যায় নরম হয়ে থাকে, একে যেই ছাঁচে ঢালতে মন চায় ঢালা যায়, শিশুর স্মরনশক্তি একটি খালি ফলকের ন্যায় হয়ে থাকে, এর উপর যা লিখা হয়, তা সারা জীবনের জন্য সংরক্ষিত হয়ে যাবে, শিশুদের মানসিকতা খালি ক্ষেতের ন্যায় হয়ে থাকে, এতে যেই মানের বীজ রোপন করবেন, সেই মানের ফসল অর্জিত হবে। এই কারণেই যদি সন্তানকে বাল্যকাল থেকেই ভালবাসার শিক্ষা দেয়া হয়, তবে তাদের অন্তরে প্রত্যেকের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি হবে। যদি সন্তানকে বাল্যকাল থেকেই আগে সালাম করার অভ্যস্ত করা হয় তবে সারা জীবন সে এই অভ্যাসকে ত্যাগ করবে না, যদি তাদের সত্য বলায় অভ্যস্ত করানো যায় তবে সে সারা জীবন মিথ্যার প্রতি বিরাগ থাকবে, যদি তাদের সুন্নাত অনুযায়ী পানাহার, বসা, জুতা পরিধান করা, পোষাক পরিধান করা, মাথা পাগড়ী পরিধান করা এবং চুল আঁচড়ানো ইত্যাদিতে অভ্যস্ত করা হয় তবে তারা শুধু নিজে এই পবিত্র অভ্যাসে অভ্যস্ত হবেনা বরং তাদের এই মাদানী গুণাবলী তাদের সহচর্যে থাকা অন্যান্য শিশুদের মাঝেও স্থানান্তরিত হওয়া শুরু হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো "ফযরের পর মাদানী হালকা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আপনারা চান যে, আমরা এবং আমাদের সন্তান আপন ভাইবোন, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী এবং বন্ধু বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহারকারী হয়ে যাক, তবে আজই আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পবিত্র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং ১২টি মাদানী কাজে স্বঃতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহন করুন। যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে ফযরের পর **"মাদানী হালকা"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী হালকায় ফযরের নামাযের পর তিন আয়াত কোরআনের তিলাওয়াত কানযুল ঈমানের অনুবাদ সহ এবং তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান/ তাফসীরে নূরুল ইরফান/ তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ফয়যানে সুন্নাতের দরস (৪পৃষ্ঠা) এবং শেষে শাজারায়ে কাদেরীয়া, রযবীয়া, যিয়ায়ীয়া, আত্তারীয়াও পাঠ করা হয়। এরপর শাজারা হতে কিছু

ওযীফা পাঠ করে ইশরাক ও চাশতের নফল নামায আদায়েরও ব্যবস্থা হয়। কোরআনে মজীদ পড়া ও পড়ানোর এবং বুঝা ও বুঝানোর অসংখ্য ফযীলত বিদ্যমান। **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোরআনে পাক শিখলো এবং শিখালো আর যা কিছু কোরআনে পাকে রয়েছে, এর উপর আমল করলো তবে কোরআন শরীফ তার শাফায়াত করবে এবং জান্নাতে নিয়ে যাবে। **(তারিখে ইবনে আসাকির, ৩/৪১। মু'জামুল কবীর, ১০/১৯৮, হাদীস নং-১০৪৫)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ, আমরা যেন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে **১২**টি মাদানী কাজের মাধ্যমে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বার্তাকে ব্যাপকভাবে প্রসার করি এবং শরীয়তের গন্ডির মধ্যে থেকে দুনিয়ার পাশাপাশি নিজের আখিরাতকে সাজানোর চেষ্টা করি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী পরিবেশ সমাজের বিকৃত হয়ে যাওয়া মানুষদের সংশোধন করাতে অনেক সাহায্য করে থাকে।

পুরোনো ইসলামী ভাইদের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমরা মাদানী কাজের মাধ্যমে নতুন নতুন ইসলামী ভাইদের তো প্রস্তুত করে নিই কিন্তু আমাদের সেই পুরোনো ইসলামী ভাইদের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করা উচিৎ যারা পূর্বে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো এবং ফরয ও ওয়াজিব সমূহের পাশাপাশি সুন্নাত ও মুস্তাহাবের প্রতিও একনিষ্ট ও দৃঢ়তার সহিত আমলকারী ছিলো, কিন্তু কাউকে আর্থিক সমস্যা দূরে টেলে দিয়েছে এবং কেউ পিতামাতার নিষেধের কারণে মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে সরে গেছে। তবে কারণ যা-ই হোক, আমাদের সেইসব পুরোনো ইসলামী ভাইদের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরও সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিজের সাথে আনা উচিৎ, মাদানী দাওরা এবং মাদানী কাফেলায় অংশগ্রহন করার দাওয়াত দেয়া উচিৎ, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে মাদানী কাজে সমৃদ্ধি চলে আসবে এবং এই ইসলামী ভাইদের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ করা তো আমাদের মাদানী ইনআমও, যেমনটি **মাদানী ইনআম নম্বর ৫৫:** আপনি কি এ সপ্তাহে কমপক্ষে একজন ইসলামী ভাইকে

(যে পূর্বে মাদানী পরিবেশে ছিলো কিন্তু এখন আসেন না) খুঁজে বের করে তাকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেছেন? (কিন্তু যার উপর সাংগঠনিক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তাকে উত্তেজিত করবেন না।)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামে বোনের মর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলাম ধর্ম বোনের অধিকারও স্পষ্ট করেছে এবং ইসলামের অনুসারীদেরকে আপন ও দুধ-বোনের সাথেও উত্তম আচরণ করার শিক্ষা দিয়েছে, কেননা বোনরাই ভাইদের খুঁতখুঁতে স্বভাব সহ্য করে, তাদের আবদার পূরণ করে, দুঃখ-সুখের মুহূর্তে ভাইদের সহায় হয়, মায়ের মৃত্যুর পর ঘরের সকল কাজ নিজের দায়িত্বে নিয়ে মায়ের অভাব বুঝতে দেয় না, আর জাহেলিয়্যতের যুগে তাদের সাথে খুবই খারাপ আচরণ করা হতো। মহিলাদের সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী, **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় মাহবুব হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার তিনজন কন্যা বা তিনজন বোন বা দু'জন কন্যা বা দু'জন বোন থাকে এবং সে তাদের সাথে সদাচরণ করলো আর তাদের ব্যাপারে **আল্লাহ তায়ালা**কে ভয় করতে থাকে তবে সে জান্নাত লাভ করবে।" **(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩/৩৬৭, হাদীস নং-১৯২৩)**

হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا নিজের বোনের শুধুমাত্র লালন পালন, তাদের চুল আচঁড়ানো এবং উত্তম শিক্ষা প্রদানের জন্য একজন বিধবা মহিলাকে বিয়ে করেন। **(মুসলিম, কিতাবুর রিযা', হাদীস নং- ৩৬৪১)**

দুধ বোনের সাথে সদ্ব্যবহার

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের দুধ-বোনের প্রতিও সদ্ব্যবহার করতেন, তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যেমনটি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুধ-বোন হযরত বিবি হালিমা সাদিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর কন্যা হযরত 'শেয়মা' رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا কে যখন লোকেরা গ্রেফতার করলো তখন তিনি বললেন: আমি তোমাদের নবীর বোন। মুসলমানেরা তাকে সনাক্ত করার জন্য **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে নিয়ে এলেন, তখন **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে চিনলেন এবং গভীর ভালবাসায় তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে

গেলো এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের চাদর মুবারক মাটিতে বিছিয়ে তাকে বসালেন আর কিছু উট কিছু ছাগল তাকে দিয়ে ইরশাদ করলেন: তুমি মুক্ত। যদি তোমার মন চায় তবে আমার ঘরে গিয়ে থাকো এবং যদি নিজের ঘরে যেতে চাও তবে আমি তোমাকে সেখানে পৌঁছে দিব। তিনি নিজের ঘরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, তখন খুবই সম্মানের সহিত তাকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছে দেয়া হলো। **(শরহে যুরকানি সম্বলিত আল মাওয়াহিবু লিদ দুনিয়া, ৩য় খন্ড, ৫৩৩ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের দুধ-বোনের প্রতি কিরূপ স্নেহ ও মহানুভব ছিলেন যে, যেভাবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের সম্মানিতা বিবিগণ, মহিলা সাহাবীগণ এবং অন্যান্য খাদেমাদের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُنَّ সাথে উত্তম আচরণ করতেন এবং তাদের মনতুষ্টি করতেন, তেমনিভাবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দান এবং অনুগ্রহের ধারাবাহিকতা নিজের দুধ-বোনের সাথেও দেখার মতো ছিলো যে, যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** দুধ-বোন হযরত শেয়মা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হতেন তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর আগমনের খুশিতে দাঁড়িয়ে যেতেন, তাঁর মনতুষ্ট করতেন এবং তাকে অনেক কিছু প্রদানও করতেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কর্মে আমাদের জন্য নসীহতের মাদানী ফুল বিদ্যমান, কেননা আজ আমাদের মধ্যে অনেক ইসলামী ভাইয়ের বোন রয়েছে কিন্তু আমরা কি আমাদের বোনের সাথে ভালবাসা পূর্ণ আচরণ করি? আমাদের বোনেরা কি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট? আমরা কি তাদেরকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছি? আমরা আমাদের বোনদের ধমকানো, মারধর বা গালাগালি তো করি না? আমরা কি আমাদের বোনদের খুশি করার ব্যবস্থা করি? আমরা তাদের নিজেদের ঘরে হওয়া অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিই নাকি দিই না? আমরা কি তাদের অধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করি? ভাবুন একবার। যাহোক আমাদের উচিৎ, আমাদের ইসলামী শিক্ষাকে পাথেয় বানিয়ে নিজের বোনদের বিষয়ে স্নেহশীল ও মমতাময় ভাইয়ের মতো আচরণ করা এবং নিজেকে এমন পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত রাখা,

যেখানে আমাদেরকে বোনের অধিকার প্রদানের পুরোপুরি মানসিকতা দেয়া হয়। মনে রাখবেন! ভাইবোন একে অপরের দুঃখ দুর্দশায় প্রতিশেধক হয়ে থাকে, বিপদে একে অপরের সহায়ক হয়ে থাকে, কিন্তু অনেক সময় ভাইবোন বা বোনেরা একে অপরের বিরোধী হয়ে যায় এবং পরস্পর একে অপরকে ভৎর্সনা করে থাকে আর তাদের মনে কষ্ট দিতে দেখা যায়, অতঃপর কোন ক্ষতি সাধন করলেও নিজের কৃতকর্মের প্রতি লজ্জিত হয়না, আসুন! এসম্পর্কে একটি শিক্ষনীয় ঘটনা শ্রবন করি।

অন্ধ কন্যা

দু'জন আপন বোন তাদের সন্তানদের বিবাহের সম্পর্ক পরস্পর মিলে পাকাপাকি করলো, মেয়ের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ ছিলো, যার কারণে সে চশমা পড়তো। কিছুদিন পর দু'বোনের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হলো, বিষয়টি এতটুকু পর্যন্ত গড়ালো যে, এক বোন অপর বোনকে বলতে লাগলো: আমি আমার সুস্থ সবল ছেলের বিয়ে তোমার অন্ধ মেয়ের সাথে দিতে পারবো না। একথা শুনে অপর বোনের মনে যেন তীরের বর্ষন হয়ে গেলো, দোষ বেরকারী আর কেউ নয়, তারই আপন বোন, যাই হোক বিদ্রুপ প্রদানকারীনী সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে গেলো। অপরদিকে যখন সে ঘরে পৌঁছলো তখন তার মনে পড়লো যে, লোহার পাইপ ঘরের নিচের আঙ্গিনায় পড়ে আছে, তা ছাদে রেখে আসি, সে তার সন্তানকেও এই কাজে লাগালো। **আল্লাহ**র মর্জি এমনই ছিলো যে, হঠাৎ লোহার পাইপ তার হাত থেকে ছুটে সোজা ছেলের চোখে গিয়ে লাগলো, আর তার চোখের মনি সহ বাইরে বেরিয়ে এলো, তার মনের মধ্যে কিয়ামত চলতে শুরু করলো এবং তার মনে তারই বোনকে বলা কথা গুলো ঘুরতে লাগলো যে, আমি আমার সুস্থ সবল ছেলের বিয়ে তোমার অন্ধ মেয়ের সাথে দিতে পারবো না, এবার নিজের অবস্থার প্রতি লজ্জিত হতে লাগলো, কিন্তু এখন কি লাভ! ছেলের চোখ তো নষ্ট হয়ে গেলো। **(যেমন কর্ম তেমন ফল, ৩৬ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনায় আমাদের জন্য শিক্ষার মাদানী ফুল রয়েছে, যখন এক বোন অপর বোনকে কটু বাক্য বললো, যার কারণে তার বোনের মনকষ্ট হলো, তখন যেমন কর্ম তেমন ফল এ অনুযায়ী তার ছেলেরও চোখ নষ্ট হয়ে গেলো এবং সেও অন্ধ হয়ে গেলো। মনে রাখবেন! মনে কষ্ট দেয়া কবীরা

গুনাহ এবং জাহান্নামের নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ, কিন্তু আহ! বর্তমানে ধৃষ্টতার যুগ, বিনা কারণে মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়া, তাদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট প্রদান করা সাধারণ কাজ হয়ে যাচ্ছে, অথচ মনে কষ্ট প্রদানকারী **আল্লাহ তায়ালার** অসন্তুষ্টি কুঁড়িয়ে নেয়, মনে কষ্ট প্রদানকারীকে সমাজে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়না এবং মনে কষ্ট প্রদানকারীর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

হৃদয় বিদারক চুলকানি

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াজিদ বিন শাজারা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যেরূপ সমুদ্রের কিনারা থাকে, সেরূপ জাহান্নামেরও কিনারা রয়েছে, যাতে বড় উটের ন্যায় সাপ এবং খচ্চরের ন্যায় বিচ্ছু থাকে। জাহান্নামীরা যখন আযাব কমানোর জন্য ফরিয়াদ করবে তখন আদেশ হবে কিনারা দিয়ে বাইরে বের হয়ে যাও, তারা যখনই বের হতে চাইবে তখন সেই সাপ তাদেরকে ঠোঁট এবং চোয়াল দ্বারা আঁকড়ে ধরবে আর তাদের চামড়া পর্যন্ত খুলে নিবে, তারা সেখান থেকে বাঁচার জন্য আগুনের দিকে পালাবে অতঃপর তাদের উপর চুলকানি আরোপ করা হবে, তা এমনভাবে চুলকাবে যে, তাদের চামড়া মাংস সহ ঝরে যাবে এবং শুধুমাত্র হাঁড় রয়ে যাবে, বলা হবে: হে অমুক! তোমার কি কষ্ট হচ্ছে? তারা বলবে: হ্যাঁ। তখন বলা হবে: এটি সেই কষ্টের প্রতিফল, যা তোমরা মুমিনদেরকে দিয়েছিলে।

(আত তাগিব ওয়াত তারহিব, ৪র্থ খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৬৪৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খোদাভীতি এবং জাহান্নামের আযাবের ভয়ে কেঁপে উঠুন! যদি কখনো কোন মুসলমানকে শরীয়তের বিনা কারণে মনে কষ্ট দিয়েছেন, তবে আপনার যতই নিকটাত্মীয় হোক, বড় ভাই হোক কা বড় বোন, পিতা হোব বা শাশুড়, স্বামী হোক বা স্ত্রী অথবা আপনি যতই উচ্চ মর্যাদাবান হোননা কেন বিনা দ্বিধায় তাওবা করে নিন এবং তাদের থেকে ক্ষমা চেয়ে তাদেরকে রাজি করে নিন, অন্যথায় জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব সহ্য করা যাবে না, মনে রাখবেন! যেমনিভাবে কোন মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়া অনেক বড় গুনাহ তেমনিভাবে মনতুষ্টি করা অনেক বড় নেকী ও সৌভাগ্যের বিষয়, যে কোন মুসলমানের মনতুষ্ট করে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে অসংখ্য নেয়ামতের পাশাপাশি জান্নাতে প্রবেশাধিকারও প্রদান করে।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতে ঘুরাফেরা করতে দেখেছি যে, যেদিকে ইচ্ছা চলে যাচ্ছে, কেননা সে এই দুনিয়ায় এমন একটি গাছ রাস্তা থেকে কেটে দিয়েছিলো, যা মানুষকে কষ্ট দিতো।

(মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ১০৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৬৭১)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর মুরীদ ও ভালবাসা পোষণকারীদেরকে এই বিষয়ে শিক্ষা দিতে থাকেন যে, যথাসম্ভব চেষ্টা করবে যে, আপনাদের দ্বারা কখনো কারো মনে যেনো কষ্ট না পায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অনুবাদ মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** পৃথিবীজুড়ে দ্বীনে মতিনের খেদমতে প্রায় ১০৪টিরও বেশি বিভাগে নেকীর দাওয়াত প্রসারে সদা ব্যস্ত, এই বিভাগ গুলোর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"অনুবাদ মজলিশ"**। যা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও রিসালাকে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করার খেদমত করে যাচ্ছে, যেন উর্দূ ভাষাভাষীদের পাশাপাশি দুনিয়ার অন্যান্য ভাষাভাষী কোটি কোটি মানুষও উপকৃত হতে পারে এবং তাদেরও এই মাদানী চিন্তাধারা হয়ে যায় যে, **আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে,** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। খুবই অল্প সময়ে এই পর্যন্ত এই মজলিশের অধীনে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অনেক লিখনী এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও রিসালা অনুবাদ হয়ে গেছে। আমাদেরও উচিৎ যে, মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও রিসালা নিজেও অধ্যয়ন করা এবং নিজের বন্ধু বান্ধবকেও অধ্যয়ন করার উৎসাহ প্রদান করা, বন্টনও করতে থাকা এবং সম্ভব হলে নেকীর দাওয়াত প্রসার করার নিয়্যতে উপহার স্বরূপ কিতাব ও রিসালাও দিতে থাকুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা জান্নাত মে পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

কবর ও দাফনের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! কবর ও দাফনের সুন্নাত ও আদব শুনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। ❁ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ফরযে কেফায়া (অর্থাৎ যেকোন একজনও দাফন করে দেয় তবে সবাই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে, অন্যথায় যারা যারা সংবাদ পেয়েছিলো এবং দাফন করেনি সবাই গুনাহগার হবে) এটা জায়িয নয় যে, মৃত ব্যক্তিকে মাটির উপর রেখে চারিদিক দিয়ে দেওয়াল দিয়ে বন্ধ করে দেয়া। (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৮৪২ পৃষ্ঠা) ❁ কবরও হচ্ছে **আল্লাহ তায়ালার** নেয়ামত, কেননা এতে মৃতকে দাফন করে দেয়া হয় যেনো জন্তু বা অন্যান্য কিছু এর প্রতি অবজ্ঞা না করে। ❁ নেক বান্দাদের নিকটে দাফন করা উচিৎ, কেননা তাঁদের নৈকট্যের বরকতে সেও অংশিদার হয়ে থাকে, যদি مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ আযাবের অধিকারীও হয়ে যায় তবে তিনি শাফায়াত করবেন, যেই রহমত তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়, তা তাকেও ঘিরে নেয়। হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মৃত আপনজনদের নেককার লোকের সাথে দাফন করো।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬ষ্ট খন্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৯০৪২)(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা) ❁ রাতে দাফন করাতে কোন সমস্যা নাই। (জওয়াহেরা, ১৪১ পৃষ্ঠা)

-: ঘোষণা :-

কবর ও দাফন সম্পর্কে অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং এই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার জাদুয়াল

(১) বিভিন্ন বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত বয়ান: ৫ মিনিট, (২) দোয়া মুখস্ত করা: ৫ মিনিট, (৩) ফিকরে মদীনা: ৫ মিনিট। সর্বমোট: ১৫ মিনিট।

কবর ও দাফনের সুন্নাত ও আদব

❋ একটি কবরে বিনা প্রয়োজনে একের অধিক দাফন করা জায়িয নেই, তবে প্রয়োজন হলে করতে পারবে। (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৮৪৬ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা) ❋ লাশকে কবরের কিবলার দিকে রাখা মুস্তাহাব, যেনো লাশকে কিবলার দিক দিয়ে কবরে নামানো যায়। কবরের পায়ের দিক থেকে মাথার দিকে আনবেন না। (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৮৪৪ পৃষ্ঠা) ❋ প্রয়োজনে দু'জন বা তিনজন এবং উত্তম হলো যে, শক্তিশালী ও নেককার লোকই কবরে নামান। মহিলার লাশ মাহারিমরা নামান তা না হলে অন্যান্য আত্মীয়রা, তাও না হলে পরহেযগার ব্যক্তি দ্বারা নামান। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা) ❋ মহিলার লাশকে নামানো থেকে শুরু করে চাউনি লাগানো পর্যন্ত কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখুন। ❋ কবরে নামানোর সময় এই দোয়া পাঠ করুন: بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ۔ (তানবিরুল আবসার, ৩য় খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা) ❋ লাশকে ডান পার্শ্ব করে শোয়ান এবং মুখকে কিবলার দিকে করে দিন আর কাফনের বাধন খুলে দিন, কেননা এখন আর এর প্রয়োজন নেই, না খুললেও সমস্যা নাই। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা। জাওয়াহেরা, ১৪০ পৃষ্ঠা) ❋ কাফনের গিট যে খুলবে সে এই দোয়া পড়ুন: اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ۔ **অনুবাদ:** হে আল্লাহ! আমাকে এর প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করোনা এবং আমাকে এরপর ফিতনায় পতিত করোনা। (হাশিয়াতুত তাহতাভি আলা মিরাকিল ফালাহ, ৬০৯ পৃষ্ঠা) ❋ কবর কাঁচা ইট দ্বারা বন্ধ করে দিন, যদি মাটি নরম হয় তবে কাঠও লাগানো জায়িয। (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৮৪৪ পৃষ্ঠা) ❋ এবার মাটি দেয়া যাবে, মুস্তাহাব হলো, মাথার দিক দিয়ে উভয় হাতে তিনবার মাটি ঢালা। প্রথমবার বলুন مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ, দ্বিতীয়বার وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ۔ তৃতীয়বার وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى বলুন। এবার অবশিষ্ট মাটি কোদাল ইত্যাদি দ্বারা ফেলুন। (জাওয়াহেরা, ১৪১ পৃষ্ঠা) ❋ যতটুকু মাটি কবর থেকে উঠানো হয়েছে, তার থেকে বেশি দেয়া মাকরুহ। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা) ❋ হাতে যে মাটি লেগেছে, তা ঝেড়ে

ফেলুন বা ধুয়ে ফেলুন, অনুমতি রয়েছে। (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৮৪৫ পৃষ্ঠা) ❁ কবরকে চারকোণা বানাবেন না বরং এতে ঢালু করুন যেমন উটের কুঁজ, (দাফন করার পর) এতে পানি ছিটানো উত্তম, কবর এক বিগত উঁচু হবে বা সামান্য উঁচু। (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৮৪৬ পৃষ্ঠা) ❁ দাফন করার পর কবরের পাশে আযান দেয়া সাওয়াবের কাজ এবং মৃতের জন্য খুবই উপকারী। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫ম খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা) ❁ মুস্তাহাব হলো, দাফন করার পর সূরা বাকারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করা, অর্থাৎ মাথার দিকে الٓمّٓ থেকে مُفْلِحُوْن পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করা। (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৮৪৬ পৃষ্ঠা) ❁ শাজারা বা আহাদনামা কবরে দেয়া জায়িয এবং উত্তম হচ্ছে, মৃতের মুখে সামনে কিবলার দিকে তাক বানিয়ে এতে রাখা, বরং **"দুররে মুখতারে"** কাফনে আহাদনামা লিখাকে জায়িয বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা মাগফিরাতের আশা করা যায় এবং মৃতের বুকে ও কপালে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখা জায়িয। এভাবেও হতে পারে যে, কপালে بِسْمِ اللّٰهِ শরীফ লিখুন এবং বুকে কলেমা তায়্যিবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লিখুন, কিন্তু গোসলের পর কাফন পরিধান করানোর পূর্বে শাহাদাত আঙ্গল দ্বারা লিখুন, কালি দ্বারা লিখবেন না। (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৮৪৮ পৃষ্ঠা) ❁ কবর থেকে মৃত ব্যক্তির হাঁড়গোঁড় বের করতে হলে তবে তা পুনরায় দাফন করা ওয়াজিব। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা)

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতেঁ কাফেলে মে চলো — সিখনে সুন্নাতে, কাফেলে মে চলো
হোঙ্গী হাল মুশকিলেঁ কাফেলে মে চলো — খতম হোঁ শা'মতেঁ, কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! — صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদীনা মুনাওয়ারায় শাহাদাতের দোয়া!

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার মাদানী হালকায় আজকের জাদুয়াল অনুযায়ী **"মদীনা মুনাওয়ারায় শাহাদতের দোয়া"** মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِيْ فِيْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ **হে আল্লাহ তায়ালা**! আমাকে **তোমার** পথে শাহাদত এবং **তোমার প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শহরে মৃত্যু দান করো।

(বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলিল মদীনা, ১ম খন্ড, ৬২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৯০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে ফিকরে মদীনা করার পদ্ধতি (৭২ মাদানী ইনআমাত)

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) মুহূর্তকাল চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামেউস সগীর লিস সুয়ুতী, ৩৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৮৯৭)**

আসুন! মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করার পূর্বে **"ভাল ভাল নিয়্যত"** করে নিই।

১. **আল্লাহ তায়ালা** সন্তুষ্টির জন্য নিজেও মাদানী ইনআমাতের রিসালা থেকে আজকের ফিক্‌রে মদীনা (অর্থাৎ নিজের আমলের পরিসংখ্যান) করবো এবং অপরকের উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল মাদানী ইনআমাতের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ তায়ালা**র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো।

৩. যার উপর আমল হয়নি, তার জন্য আফসোস এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী মাদানী ইনআমের প্রতি **আল্লাহ** না করুক আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকীর (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো মাদানী ইনআমাতের উপর আমল) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল মাদানী ইনআমাতের উপর পরেও আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয়নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করার আসল উদ্দেশ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামী কালও মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ (অর্থাৎ ফিকরে মদীনা) করবো।

৯. যেনতেন ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করবো।

আজ যে সকল মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তা নিচে দেয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (**0**) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ :- নিজের মাদানী ইনআমাতের রিসালার উপর দৃষ্টি রেখেই ফিকরে মদীনা করুন।

প্রতিদিনের ৫০টি মাদানী ইনআমাত:

(১) ভাল ভাল নিয়্যত কি করেছি? (২) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযা তাকবীরে উলার সাথে জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? (৩) প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, তাসবীহে ফাতিমা, সূরা ইখলাস কি পাঠ করেছি? (৪) আযান ও ইকামতের উত্তর কি দিয়েছি? (৫) ৩১৩ বার দরূদ শরীফ কি পাঠ করেছি? (৬) মুসলমানকে কি সালাম করেছি? (৭) আপনি ও জি বলে কি কথাবার্তা বলেছি? (৮) জায়িয বিষয়ের ইচ্ছায় اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বলেছি কি? (৯) সালাম ও হাঁচি দাতার হামদ শুনে কি উত্তর দিয়েছি? (১০) **দা'ওয়াতে ইসলামীর** পরিভাষা কি ব্যবহার করেছি? (১১) ক্ষুধা হতে কম খেয়ে পেটের কুফলে মদীনা লাগানোর চেষ্টা কি করেছি? (১২) দু'টি মাদানী দরস কি দিয়েছি? (১৩) প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় কি পড়েছি "বা" পড়িয়েছি? (১৪) ১২ মিনিট সংশোধন মুলক কিতাব এবং ফয়যানে সুন্নাত থেকে ধারাবাহিক ভাবে ৪ পৃষ্ঠা কি পড়েছি? (১৫) ফিকরে মদীনা কি করেছি? (১৬) সালাতুত তাওবা কি আদায় করেছি? (১৭) চাটাইয়ে ঘুমিয়েছি কি, মাথার পাশে সুন্নাত বক্স কি রেখেছি? (১৮) সুন্নাতে কবলিয়্যা ও ফরযের পর নফল সমূহ কি আদায় করেছি? (১৯) তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশত এবং আওয়াবিন কি আদায় করেছি? (২০) তাহিয়্যাতুল ওযু ও তাহিয়্যাতুল মসজিদ কি আদায় করেছি? (২১) কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত অনুবাদ ও তাফসীর সহ কি তিলাওয়াত করেছি? (২২) দু'জনের প্রতি ইনফিরাদি কৌশিশ কি করেছি? (২৩) দু'ঘন্টা কি মাদানী কাজে অতিবাহিত করেছি? (২৪) নিজের নিগরানের আনূগত্য কি করেছি? (২৫) কারো নিকট থেকে চেয়ে কি কোন জিনিস ব্যবহার করেছি? (২৬) কারো দোষ সংগঠিত হলে কি তাকে সংশোধন করেছি? (২৭) পর্দার উপর কি পর্দা করেছি? তাছাড়া কিবলার দিকে মুখ করে কি বসেছি? (২৮) রাগের চিকিৎসা কি করেছি? (২৯) অহেতুক প্রশ্ন তো করিনি? (৩০) নামুহরিম আত্মীয় স্বজন/ নামুহরিম প্রতিবেশীর সাথে কি শরয়ী পর্দা করেছি? (৩১) সিনেমা, নাটক, গান বাজনা থেকে বিরত থেকেছি? (৩২) ঘরে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা কি করেছি? (৩৩) অপবাদ, গালাগালি করা থেকে কি বিরত থেকেছি? (৩৪) অন্যের কথা তো কাটিনি? (৩৫) সাদায়ে মদীনা কি লাগিয়েছি? (৩৬) চোখের

কুফলে মদীনা লাগিয়ে কি দৃষ্টিকে নিচের দিকে রেখেছি? (৩৭) অপরের ঘরের ভেতর উঁকি মারা থেকে বাঁচার কি চেষ্টা করেছি? (৩৮) মিথ্যা, গীবত, চুগলি, হিংসা, অহঙ্কার, ওয়াদা খেলাফী থেকে কি বিরত ছিলাম? (৩৯) দিনের অধিকাংশ সময় কি ওযু অবস্থায় ছিলাম? (৪০) শ্রোতার চেহারা দিকে তো দৃষ্টি নিবন্ধ করিনি? (৪১) সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? (৪২) মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন রেখেছি? (৪৩) সবার সাথে একইরূপ সম্পর্ক কি রেখেছি? (৪৪) নামায ও দোয়ায় কি বিনয় ও নম্রতা বজায় রেখেছি? (৪৫) বিনয়ের এমন শব্দ তো বলিনি যার সমর্থন অন্তরে ছিলো না? (৪৬) মুখের কুফলে মদীনা লাগিয়ে ইশারায় এবং ৪বার লিখে কথাবার্তা বলেছি কি? (৪৭) একটি বয়ান বা মাদানী মুযাকারার অডিও, ভিডিও বা মাদানী চ্যানেল ১ ঘন্টা ১২ মিনিট কি দেখেছি? (৪৮) হাসি, ঠাট্টা, বিদ্রুপ, সে আঘাত দেয়া, অট্টহাসি দেয়া থেকে কি বিরত ছিলাম? (৪৯) প্রয়োজনীয় কথা অল্প শব্দে কি বলেছি? (৫০) সারাদিন মাদানী হুলিয়া কি পরিধান করে ছিলাম?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনি

❖ ❖ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ❖ ❖ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ❖ ❖ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ❖ ❖ কুফলে মদীনা চশমা ব্যবহার ১২ বার

সাপ্তাহিক ৮টি মাদানী ইনআমাত

(৫১) সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহন ছিলো? (৫২) ইজতিমার পর ৪ জনের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ কি করেছেন? (৫৩) রোগীর শশ্রুষা কি করেছি? (৫৪) মাদানী দাওরায় কি অংশগ্রহন করেছি? (৫৫) যারা পূর্বে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত ছিলো কিন্তু এখন আসে না, তাদেরকে আবারো সম্পৃক্ত করার কি চেষ্টা করেছি? (৫৬) মসজিদ ইজতিমায় (সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা) কি অংশগ্রহন করেছি? (৫৭) চিটি কি প্রেরণ করেছি? (৫৮) সোমবার শরীফের রোযা কি রেখেছি?